MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

Agronomic Principles in the *Kṛṣi-Parāśara* and Contemporary Agricultural Practices: A Comparative Study

কৃষিপরাশরে বর্ণিত কৃষিতত্ত্ব ও সমকালীন কৃষিপদ্ধতি: একটি তুলনামূলক আলোচনা

Dr. Chandan Pai

State Aided College Teacher,
Department of Sanskrit, Gobinda Prasad Mahavidyalaya,
Bankura, West Bengal, India.
Email: chandanpaisanskrit@gmail.com
Page No: 154-158

Abstract: *In ancient India, agriculture formed the foundation of economic development. Although discussions on agriculture are found in Vedic literature, one of the important Sanskrit texts dealing specifically with agricultural practices is the Kṛṣi-Parāśara, composed by the Ṛiṣi Parāśara. The text contains descriptions of various aspects of agriculture, including agricultural practices, rainfall, soil preparation, the construction and use of the plough, seed preservation, seed planting, sowing, respect for animals, harvesting, and crop storage. The present text contains a total of 243 verses. There are differences of opinion among scholars regarding the author, date of composition, and final recension of the text.*

On the other hand, contemporary agricultural practices depend upon soil testing, improved seeds, irrigation technologies, chemical and organic fertilizers, integrated pest management, climate-resilient varieties, and information-technology-based precision. This research paper presents a comparative study of the principal characteristics of agricultural knowledge as described in the Kṛṣi-Parāśara and contemporary agricultural practices. In this research paper, the verse numbering has been followed according to the edition edited by Girija Prasanna Majumdar and Suresh Chandra Banerji and published by the Asiatic Society in 1960.

Keywords: *Kṛṣi-Parāśara, ancient agricultural practices, seed preservation, seed sowing, transplantation, contemporary agricultural practices.*

সিন্ধুসভ্যতার সময়কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় তথা সংস্কৃতিতে কৃষিকার্যের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। কৃষিকার্য কেবল জীবিকার একটি মাধ্যম ছিল না; এটি অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বৈদিকযুগে, অর্থশাস্ত্রে, বৃক্ষায়ুর্বেদে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কৃষিপ্রবাদে কৃষি-সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারার একটি বিশেষ গ্রন্থ হল কৃষিপরাশর—যা সংস্কৃত ভাষায় কৃষিকার্য বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলির অন্যতম।

গ্রন্থটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। গিরিজা প্রসন্ন মজুমদার এবং সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী সম্পাদিত, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সমালোচনামূলক সংস্করণের ভূমিকায় রচনাটির সম্ভাব্য কাল, উৎস ও সংকলন-প্রকৃতি নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। শ্রী দ্বারকা প্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত কৃষিপরাশর গ্রন্থে ঋষি পরাশরের সময়কাল একাদশ শতাব্দী বলে উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁরা দেখিয়েছেন যে গ্রন্থটি সম্ভবত দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কৃষি-অভিজ্ঞতা, লোকজ জ্ঞান ও জ্যোতিষ-আবহাওয়া-সংক্রান্ত ধারণার সমন্বয়ে গঠিত।

গ্রন্থটিতে ২৪৩টি শ্লোক পরিলক্ষিত হয়। সেখানে মঙ্গলাচরণের পর কৃষির মহত্ব, মেঘের পূর্বাভাস, বিভিন্ন মাসে বৃষ্টিজ্ঞান, গ্রহসঞ্চারের কারণে বৃষ্টির লক্ষণ, অনাবৃষ্টির লক্ষণ, বাহনের বিধান, গরুর উৎসব, লাঙ্গল নির্মাণের নিয়ম, লাঙ্গল পরিচালনা করা সঠিক সময়, বীজসংরক্ষণ, বীজবপন, ধানকাটার পদ্ধতি, এবং মুষ্টিগ্রহণ (মুট-আনার নিয়ম, যা এখনো রাঢ়বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই নিয়ম পালন করা হয়) অনুষ্ঠান, এবং ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিয়ম সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণা প্রবন্ধের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, কৃষিপরাশরের কৃষিতত্ত্বের মূল উপাদান চিহ্নিত করা; দ্বিতীয়ত, সেগুলির সঙ্গে আধুনিক কৃষিপদ্ধতির তুলনা করা; তৃতীয়ত, বর্তমান কৃষি-সংকটের প্রেক্ষিতে গ্রন্থটির বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা।

ঋষি পরাশর গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে কৃষিকার্যকে মানবজীবনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রশংসা করেছেন। খাদ্যকে শক্তি, জীবন ও সামাজিক স্থিতির উৎস বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কৃষিকার্যকে কেবল উৎপাদন নয়, সভ্যতার ধারক এবং বাহক হিসেবে বিবেচনা করা চলে। কৃষকের কল্যাণের জন্যই ঋষিরব গ্রন্থটি রচনা করেছেন—

"প্রজাপতিং নমস্কৃত্য কৃষিকর্মবিবেচনম্।
কৃষকাণাং হিতার্থায় ব্রুতে ঋষিপরাশরঃ॥"[২]

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

এই দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক প্রতিফলন দেখা যায় কৃষকদের মধ্যে। তাঁরা কৃষিকার্যের দ্বারাই অর্থনৈতিক উপার্জন, খাদ্যনিরাপত্তা, পুষ্টি ও গ্রামীণ জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে প্রাচীন গ্রন্থে কৃষকের সামাজিক অধিকার, বাজারব্যবস্থা, ঋণ, জমির মালিকানা বা লিঙ্গসমতা নিয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনা খুব বেশি না থাকলেও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৪তম সূক্তে এক কিতাব (জুয়ায় আসক্ত ব্যক্তি) আক্ষেপের সুরে বলেছেন— কৃষিকর্ম না করে অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হওয়ার কারণে তাঁর স্ত্রী, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। শেষে তিনি সকলকে কৃষিকার্যে মনোযোগ দিতে বলেছেন—

"অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ॥"[৩]

কৃষিকার্যের জন্য প্রধান প্রয়োজন জল। কৃষিপরাশরে বর্ণিত কৃষিব্যবস্থা বৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল। তাই সেখানে বর্ষা কেমন হবে, সেই বিষয়ে জানার জন্য কৃষকের বৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরী। বর্ষাজ্ঞানের জন্য বিভিন্ন মাসানুসারে বিভিন্ন নিয়মের কথা সেখানে বলা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম দিকে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, মেঘের ধরন, বায়ুপ্রবাহ, মাসভিত্তিক আগামী বর্ষার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি বৃষ্টি হয় বা বাদল দেখা যায়, তাহলে সে বছর শুভ হয়। এটি সর্বপ্রকার ফসলের জন্য শুভ ফলদায়ক হয়।[৪] গ্রন্থে বৃষ্টিকে কৃষির প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বৃষ্টির লক্ষণ হিসেবে মেঘ, প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণের উল্লেখ আছে। কৃষিকার্যের সময় নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি আছে; কৃষির সাফল্য স্থানীয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও ঋতুচক্র বোঝার ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক কৃষিকার্যেও বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে বপনের সময়, বীজের জাত নির্বাচন, জলসংরক্ষণ এবং ফসল-বিন্যাস আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত হয়। তবে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বা শুভাশুভ লক্ষণের ভিত্তিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস আধুনিক আবহাওয়াবিজ্ঞানের পরীক্ষিত পদ্ধতির বিকল্প নয়। গ্রন্থে লাঙল চালানো, জমি সমতল করা, জমির প্রকৃতি বোঝা এবং গোবরসারের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। জমি সমতল করার জন্য মই-জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।[৫] বর্তমান দিনেও কৃষকরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

বর্তমান কৃষিপদ্ধতিতে মাটি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জৈবসার মাটির জৈবপদার্থ, জলধারণ ক্ষমতা ও অণুজীবের কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। তবে গোবরের পুষ্টিমান পরিবর্তনশীল; সঠিক কম্পোস্টিং ছাড়া তা ব্যবহার করলে আগাছার বীজ, রোগজীবাণু বা পুষ্টির অসমতা তৈরি হতে পারে। তাই প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে আধুনিক মাটি পরীক্ষা ও পুষ্টি-ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত করা জরুরি।

কৃষিপরাশর গ্রন্থে বীজ সংরক্ষণের সময় নানাবিধ নিয়মের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— মাঘ মাসে এবং ফাল্গুন মাসে সকল বীজ সংগ্রহ করে ভালো ভাবে সূর্যালোকে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানো ধানের বীজগুলি মাটিতে ছড়ানো চলবে না। বীজগুলি একত্রিত করে ছোটো বস্ত্রের(থলির) মধ্যে রাখতে হবে এবং ধানের সাথে অপর প্রজাতির বীজগুলি(অন্যান্য প্রজাতির ধানবীজসমূহ) পৃথক করতে হবে, কারণ সংমিশ্রিত ধানবীজ ফসলের জন্য ক্ষতিকারক।[৬]—এই পর্যবেক্ষণ কৃষিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

আধুনিক বীজবিজ্ঞানেও বীজের বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ, রোগমুক্ততা ও সঠিক সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে বীজ শোধন, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা, জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, প্রত্যয়িত বীজ এবং জেনেটিক বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়। ফলে কৃষিপরাশরের প্রাথমিক বীজ-ব্যবস্থাপনা আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তার বৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও পরীক্ষাগারভিত্তিক নিশ্চয়তা অনুপস্থিত।

কৃষক তার কৃষি জমি চাষ করার জন্য বাহনের প্রয়োজন হয়। কৃষকের চাষ করার জন্য বাহন হিসাবে প্রধানত ষাঁড় বা বলদের ব্যবহার হয়। কৃষক নিজের কৃষি ক্ষেত্র চাষ করার জন্য সর্বদা সুস্থ ও সবল বলদ বা ষাঁড়ের ব্যবহার করবেন। তিনি লক্ষ্য করবেন তাদের যেন কোনরূপ পীড়া না হয়। কোন বলদ যদি পীড়া পায়, তাহলে কৃষিতে উৎপন্ন ফসল অধিক হলেও তা কৃষকের দুঃখের কারণ হয় এবং তিনি শাপগ্রস্থও হতে পারেন। সবসময় কৃষককে লক্ষ্য রাখতে হবে, তাঁর বলদ যুগল যেন পুষ্টিপূর্ণ খাবার পায়। তিনি গুড়, যব বা গমের আটা, ভুঁসি, খোল, বিভিন্ন রকমের সবজির খোসা, খড় এবং কখনো কখনো প্রোটিন জাতীয় খাবার প্রদান করবেন। বলদ যদি বলবান হয়, অনায়াসে কৃষিকার্য সম্পন্ন হতে পারে। শুধু খাবার নয়, গরু যে স্থানে থাকবে, সেই স্থান তথা গোসালা বা গোয়ালঘর খুব মজবুত করে

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

বানানো উচিত। সেই স্থান সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার, যাতে গোমূত্র বা গোবর না জমে থাকে এবং সেখানে যেন কোনরূপ কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধতে না পারে —সে বিষয়ে গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক কৃষিতে বলদের ব্যবহার খুব কমই হয়। বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ও যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত হয়। এখনও প্রান্তিক গ্রামের কৃষকেরা বলদের সাহায্যে কৃষিকর্ম সম্পাদন করেন।

কৃষিপরাশর এবং বর্তমান সময়ের কৃষিপদ্ধতির বেশ কয়েকটি দিক যদি তুলনামূলক ভাবে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে আমরা উভয়ের পার্থক্য সহজেই বুঝতে পারবো। নীচে সারণীর সাহায্যে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল—

বিষয়	ঋষি পরাশরের কৃষিপদ্ধতি	সমকালীন কৃষিপদ্ধতি	মূল্যায়ন
কৃষির ভিত্তি	বৃষ্টিপাত, ঋতু ও স্থানীয় পর্যবেক্ষণ করতে হয়।	আবহাওয়া মডেল, স্যাটেলাইট ও পূর্বাভাসের মাধ্যমে কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।	প্রাচীন পর্যবেক্ষণ মূল্যবান এবং সময়সাপেক্ষ; কিন্তু আধুনিক পদ্ধতি অধিক নির্ভুল এবং তুলনামূলক কম সময় লাগে।
মাটি	লাঙল, জমি সমতলকরণ, গোবরসারের ব্যবহার করা হত।	মাটি পরীক্ষা, জৈবসার, সুষম পুষ্টি, কীটনাশক এবং রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়।	জৈবপদার্থের গুরুত্বে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বর্তমানে অধিক ফলনের জন্য রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমান বেড়ে যায়।
বীজ	বীজ নির্বাচন, সূর্যালোকে শুকানো, আলাদা করে থলির মধ্যে সংরক্ষণ করা হত।	প্রত্যয়িত বীজ, বীজশোধন, পরীক্ষাগারে জিনগত পরীক্ষা করে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হয়।	মৌলিক ধারণা একই; আধুনিক পদ্ধতি অধিক নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানের বীজ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার পর কৃষিকার্যে ব্যবহার করার ফলে তা অধিক ফলনশীল।
জল	বর্ষার বৃষ্টির উপর কৃষিব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল।	অবশ্যই বর্ষার বৃষ্টির উপর এখনো নির্ভরশীল। তবে ধানের প্রয়োজনানুসারে ক্ষুদ্র সেচ, জলসংরক্ষণ, সেন্সরভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের পাম্প মেসিন বা সাবমার্সিবেলের সাহায্যে পর্যাপ্ত জলের যোগান দেওয়া হয়।	সেচ-প্রযুক্তিতে কৃষিপরাশরের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। যদিও সেই সময়কালে এত আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না।
বাহন/ যানবাহনের ব্যবহার	সেই সময়ের কৃষিকার্য বলদের উপর নির্ভর করত।	বর্তমানে বলদের ব্যবহার দেখা গেলেও কৃষকেরা ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার প্রভৃতি যানবাহনের উপর অধিক নির্ভরশীল।	ক্ষুদ্র কৃষিতে উভয়ের সমন্বয় সম্ভব। কিন্তু অধিক কৃষিকার্য এবং স্বল্পসময়ের কথা বিবেচনা করলে আধুনিক যানবাহনই অধিক কার্যকর।
সময় নির্ধারণ	তিথি, নক্ষত্র ও ঋতু নির্ভর ছিল।	আবহাওয়া, তাপমাত্রা, মাটির আর্দ্রতার উপর কৃষিকার্য নির্ভর করে। বর্তমানের আবহাদপ্তর উন্নত হওয়ার কারণে কৃষকেরা সহজেই নির্দিষ্ট কার্যের সময় নির্ধারণ করতে পারেন।	ঋতুভিত্তিক জ্ঞান গ্রহণযোগ্য; কিন্তু সর্বদা জ্যোতিষীয় কারণ পরীক্ষাযোগ্য নয়। তাই বিজ্ঞান নির্ভর হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।
কৃষির লক্ষ্য	খাদ্য, সম্পদ ও সামাজিক কল্যাণই ছিল সেই সময়ের প্রধান লক্ষ্য।	উৎপাদন, লাভ, স্থায়িত্ব, খাদ্যনিরাপত্তা, ফসল রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক অর্থ উপার্জন সম্ভব।	আধুনিক কৃষির লক্ষ্য বিস্তৃত, কিন্তু বাজারনির্ভর। তা সত্ত্বেও বিদেশে ফসল রপ্তানি করে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত করা সম্ভব হবে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

কৃষিপরাশরের প্রাসঙ্গিকতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে— গ্রন্থটি স্থানীয় কৃষি-জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়। কৃষক দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মেঘ, বৃষ্টি, পোকা, প্রাণী ও মাটির পরিবর্তন বুঝতেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সময় এই ধরনের স্থানীয় জ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিপূরক হতে পারে। এই গ্রন্থে কৃষিকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়েছে। মাটি, ফসল, জল, পশু ও কৃষককে পৃথক নয়, পারস্পরিক নির্ভরশীল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধারণা আজকের সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা ও agroecology-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বীজ সংরক্ষণ, জমি সমতলকরণ, জৈবসার এবং ঋতুভিত্তিক কাজের নির্দেশ ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য এখনও ব্যবহারিক মূল্য বহন করে। গৃহপালিত পশুর প্রতি যত্ন ও কৃষিশ্রমের নৈতিকতা কৃষকের মানবিক দিকটি তুলে ধরে। গ্রন্থটি কৃষকের অভিজ্ঞতার প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। গরুর উৎসব বলতে বঙ্গপ্রদেশের গরুর বিবাহকে বলা হয়ে থাকে। কার্তিক মাসে দীপাবলীর পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে গরুর উৎসব তথা গরুর বিবাহ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সেই তিথিকে "লকুড় প্রতিপদ" তিথি বলা হয়। এ সময় গরুর শিং-এ তেল মালিশ করা হয় এবং তার গলায় শ্যামলতা (বনলতা) এবং ফুলের মালা দেওয়া হয়। গরুর সারা শরীরে হলুদ, চন্দন এবং কুমকুম এর ছাপ দেওয়া হয়। নতুন বস্ত্র ঢেকে পায়ে জল দিয়ে গরুর পা ধোয়ানো হয়। কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠানটি 'বাঁদনা পরব' নামে পরিচিত। অনুষ্ঠানে ঢোল জাতীয় বাজনা বাজিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে পরিবারগুলি। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল তথা রাঢ় সংলগ্ন জেলাসমূহে যথা— বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলি জেলার কিছু অংশে এই উৎসব ধূমধামের সাথে পালন করা হয়। এছাড়াও ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, দুমকা এবং সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল, ওড়িশার উত্তরাঞ্চলে (ময়ূরভঞ্জ জেলায়) এবং অসমের কিছু চা-বলয় এলাকায় এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই উৎসবটি কৃষিজীবী ছাড়াও কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধা, বাউরি, মুন্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ পালন করেন। ব্রজ, মেবার, মারোয়ার, হাতরি প্রভৃতি স্থানে দীপাবলীর দ্বিতীয় দিনে 'খেংখরা পর্ব' গোধন পূজার সাথেই পালন করা হয়। সেই দিন বলদ, ষাঁড়, গাভী ও বাছুর সহ সকল প্রকার গোরুর পূজা করা হয়। এ প্রসঙ্গে কৃষিপরাশরে বলা হয়েছে—

"ততো বাদ্যৈশ্চ গীতৈশ্চ মণ্ডয়িত্বাম্বরাদিভিঃ।
ভ্রাময়েযুর্বৃষং মুখ্যং গ্রামে গোবিঘ্নশান্তয়ে।।
গবামঙ্গে ততো দদ্যাৎ কার্ত্তিকপ্রথমে দিনে।
তৈলং হরিদ্রয়া যুক্তং মিলিত্বা কৃষকৈঃ সহ।।"[৭]

তবে কৃষিপরাশরের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রভিত্তিক বৃষ্টির পূর্বাভাস, শুভাশুভ দিন, মন্ত্র ও আচার আধুনিক পরীক্ষামূলক কৃষিবিজ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। গ্রন্থটি মূলত আমন ধানকেন্দ্রিক এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক-জলবায়ুগত প্রেক্ষাপটে রচিত বলেই মনে হয়। কৃষিপ্রধান সব অঞ্চলে এই রীতি পালন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আউস এবং বোরো ধানচাষের কোনোও নিয়ম সেখানে উল্লিখিত নেই। যদিও সেই শুধুমাত্র সময় আমন ধানেরই চাষ হত।

পরিশেষে বলা যায় কৃষিপরাশর আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের বিকল্প নয়; এটি প্রাচীন কৃষি-অভিজ্ঞতা, পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ ও কৃষিনৈতিকতার একটি প্রাচীন তথা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এর বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য অংশ হল— বীজের বিশুদ্ধতা, বীজ শুকিয়ে সংরক্ষণ, জৈবপদার্থের ব্যবহার, জমি সমতলীকরণ, ঋতুভিত্তিক পরিকল্পনা এবং কৃষি-পশুপালনের সমন্বয় —যা সমকালীন কৃষিপদ্ধতিতে পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অপরদিকে, জ্যোতিষনির্ভর পূর্বাভাস ও আচারভিত্তিক কৃষি-নির্দেশকে সেই সময়ের বিশ্বাস হিসেবে বুঝতে হবে, প্রমাণিত প্রযুক্তি হিসেবে নয়। সর্বোত্তম পথ হল অন্ধ পুনরুজ্জীবন নয়, বরং সমালোচনামূলক সমন্বয়ের মাধ্যমে —স্থানীয় কৃষিজ্ঞানকে মাটি পরীক্ষা, আবহাওয়া তথ্য, উন্নত বীজ, জলসংরক্ষণ ও জলবায়ু প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করা। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই কৃষিপরাশরীয় ঐতিহ্যকে বর্তমান কৃষিকার্যে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

Endnotes

১. শ্রী দ্বারকা প্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত এবং অনুবাদিত কৃষিপরাশর। চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২৩। পৃষ্ঠা- xxi
২. কৃষিপরাশর, শ্লোক সংখ্যা-১
৩. ঋগ্বেদ. ১০/৩৪/১৩
৪. "মাঘস্য সীতসপ্তম্যাং বৃষ্টির্বা মেঘদর্শনম্।
তদা সংবৎসরো ধন্যঃ সর্বশস্যফলপ্রদঃ।।" (কৃষিপরাশর, শ্লোক সংখ্যা-৩৮)

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

৫. বীজস্য বপনং কৃত্বা ময়িকাং তত্র দাপায়েৎ।
তদভাবেন বীজানাং সমজন্ম ন জায়তে।। (তদেব। শ্লোক সংখ্যা-১৮২)
৬. সুদৃঢ়ং পুটকং কৃত্বা তৃণং ছিন্দ্যাৎ বিনির্গতম্।
অচ্ছিন্নতৃণকে হ্যস্মিন্ কৃষিঃ স্যাৎ তৃণপূরিতা।। (তদেব। শ্লোক সংখ্যা-১৬০)
৭. কৃষিপরাশর, শ্লোক সংখ্যা-১০১-১০২

Bibliography

- Majumdar, Girija Prasanna & Banerji, Sures Chandra. (1960). *Kṛṣi-Parāśara*. The Asiatic Society.
- Shastri, Dwaraka Prasad. (2023). *Kṛṣi-Parāśara of parāsara muni.* Chowkhamba Sanskrit Series office.
- Jagunu, Sri Krishna. (2021). B*ṛhat- Kṛṣi-Parāśara.* Chowkhamba Krishnadas Academy.
- Pandey, Ramchandra. (2002). *Kṛṣi-Parāśara.* Motilal banarasdas.
- Sontakke, N.S. (1942). *Ṛgveda-Saṃhitā with the commentary of Sāyanācārya.* Vaidika Samsodhana Mandala.
- Upadhyaya, Baladeva. (2010). *Vaidika Sāhitya Aur Saṃskṛti.* Sharada Samsthan.